

# দেশে তিন কোটির ওপরে নিরক্ষর

যায়যায় ডেস্ক

দেশে তিন কোটির ওপরে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী রয়েছে উল্লেখ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেছেন, দেশের এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আওতায় আনতে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

আগামীকাল ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। ২০০৯ সালের জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ওইসময় দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল তিন কোটি ৭০ লাখ।

সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচি কার্যকর থাকায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ নিরক্ষর কমে এসেছে। মোতাহার হোসেন জানান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নিরক্ষরতা কমিয়ে আনা হয়েছিল ৫৫ শতাংশে। এরপর পরবর্তী বিএনপি (চারদলীয় জোট) সরকারের সময় ৬৫ শতাংশ পেরিয়ে যায়। এবার মহাজোট সরকার ক্রমতায় এসে তা কমিয়ে ৬০ শতাংশে এনেছে। সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার অঙ্গীকার

করেছে উল্লেখ করে 'বর্তমান সরকারের মেয়াদে তা সম্ভব কিনা' প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ঘোষণা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমরা একটি ট্র্যাকে পৌঁছাতে চাই।

বিদ্যালয়গামী শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুদের ভর্তির হার ৯৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ। তাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। তবে মিড-ডে মিল (দুপুরের বাবর) কর্মসূচি চালু থাকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ৯৬ শতাংশ।

শতভাগ জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আওতায় আনতে না পারার কারণ হিসেবে আর্থিক সমস্যার বিষয়টি জড়িত বলে উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী। সাক্ষরতা অভিযানে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই। এ লক্ষ্যে দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অভিযানে সম্পৃক্ত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আগামী শনিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সাক্ষরতাই উন্নতি'। আসবে দেশে শান্তি। দিবসটি উপলক্ষে আগামী শনিবার গুসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ আন্তর্জাতিক  
সাক্ষরতা দিবস